BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ১১

Lecture Contents

ব্যাকরণ-৫

- ❑ কারক ও বিভক্তি
- ❑ ছন্দ
- ❑ সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক

প্রাথমিক আলোচনা

কারক শব্দের অর্থ, যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের যে সম্বন্ধ হয় তাকে কারক বলে।

কারক শব্দের গঠন- কৃ + ণক (অক) = কারক। সুতরাং কারক প্রত্যয় সাধিত।

যেমন- রনি ফুটবল খেলছে এখানে 'খেলছে' একটি ক্রিয়াপদ। 'খেলছে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'রনি' নামক নামপদের সম্বন্ধ হয়েছে। এই সম্বন্ধ বা সম্পর্কই কারক।

কারকের প্রকারভেদ

কারক ছয় প্রকার। যথা:

১। কর্তৃকারক	২। কর্মকারক
৩। করণ কারক	৪। সম্প্রদান কারক
৫। অপাদান কারক	৬। অধিকরণ কারক

নবম-দশম শ্রেণীর নতুন বোর্ড বই ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্প্রদান কারক নেই কিন্তু সম্বন্ধ কারক আছে।

কারক মনে রাখার শর্ট টেকনিক:

প্রশ্ন কর " কে বা কারা" কর্তা বাবু দেবে সাড়া,
প্রশ্ন কর " কি বা কাকে"কর্ম দিবে উত্তর তাকে
"কি দিয়ে" আর "কিসের দ্বারা" করণ কারক দেবে সাড়া
কর্ম যদি পায় গো দান, তবেই হবে সম্প্রদান
"কোথা থেকে"প্রশ্ন করলে অপাদানে উত্তর দিবে
'কবে' 'কোথায়' আর 'কখন' তবেই হবে অধিকরণ।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে।

যেমন-

ক) মিতা নাচে। [মিতা কর্তৃকারক]

খ) হাবিব কবিতা লেখে। [হাবিব কর্তৃকারক]

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই কর্তৃকারক।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ-

১) ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার।
যথা- ক) মুখ্য কর্তা খ) প্রযোজক কর্তা
গ) প্রযোজ্য কর্তা ঘ) ব্যতিহার কর্তা

মুখ্য কর্তা: যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে।
যেমন– সুমন ক্রিকেট খেলছে।

প্রযোজক কর্তা: মূল কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে কোন কাজ করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

প্রযোজ্য কর্তা: মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।
যেমন- মা ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছেন।

ব্যতিহার কর্তা: কোন বাক্যে যখন দুজন কর্তা একত্রে একজাতীয় কাজ করে তখন তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন- রাজায় রাজায় লড়াই।
বাঘে-মহিষে একই ঘাটে জল খায়।

বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী কর্তা তিন প্রকারের হতে পারে।
যথা–

ক) কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদ প্রাধান্য পায়)।
যেমন- পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

খ) ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্য)।
যেমন– আমার যাওয়া হবে না।

গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়)।
যেমন- ঘড়িটা চলে ভাল।

কর্তৃ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

❑ **প্রথমা (শূন্য) বিভক্তি:**

১. রাফি বই পড়ে।
২. মামা ঢাকা গেছে।

৩. জল পড়ে, পাতা নড়ে।
৪. বাঁশি বাজে।
৫. পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে।
৬. নগরে রাজা এলো।
৭. এক যে ছিল রাজা।
৮. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।
৯. কোকিল ডাকে।
১০. চাঁদ বুঝি তা জানে।
১১. গুণহীন চিরদিন থাকে না পরাধীন।
১২. শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।
১৩. পুলিশ চোর ধরেছে।
১৪. পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
১৫. অর্থ অনর্থ ঘটায়।
১৬. মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।
১৭. রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
১৮. মেয়েরা ফুল তোলে।
১৯. জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।

☐ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

১. আমাকে যেতে হবে।
২. সোহানকে যেতে হবে।
৩. সকলকে মরতে হবে।
৪. তাকে দিয়ে কিছু হবে না।

☐ তৃতীয়া বিভক্তি:

১. তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন।
২. ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।
৩. রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল।

☐ চতুর্থী বিভক্তি:

১. আমাকে ভিক্ষা নেওয়া মানাবে না।

☐ পঞ্চমী বিভক্তি:

১. আমা হতে হবে না এ কাজ সাধন।

☐ ষষ্ঠী বিভক্তি:

১. আমার যাওয়া হয়নি।
২. আমার খাওয়া হয়নি।
৩. তোমার যাওয়া উচিত।
৪. কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।
৫. দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।

☐ সপ্তমী বিভক্তি:

১. আমায় তুমি রক্ষা কর।
২. বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?
৩. অন্ধজনে বন্ধ ঘরে, দিবা-রাত্রি কষ্ট করে।
৪. গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।
৫. দশে মিলে করি কাজ।
৬. ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল।
৭. পাগলে কি না বলে।
৮. ছাগলে কি না খায়।
৯. চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
১০. পাছে লোকে কিছু বলে।
১১. ঘোড়ায় টানে।
১২. পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে।
১৩. রতনে রতন চেনে।
১৪. চণ্ডীদাসে কয় শুনো পরিচয়।
১৫. গাধায় খায় পাকা কলা।
১৬. মানুষে ভাবে এক, হয় আরেক।
১৭. রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।
১৮. বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।
১৯. লোকে বলে।
২০. বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে অধিকাংশ সময় কর্ম কারক পাওয়া যায়। যেমন-

ক) মামুন পত্রিকা পড়ে [পত্রিকা কর্মকারক]
খ) ঝুমুর ছবি আঁকছে [ছবি কর্মকারক]

কর্মকারক দুই প্রকার-

ক) মুখ্যকর্ম
খ) গৌণকর্ম

কখনও কখনও কোন ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে যার মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাকে মুখ্যকর্ম বলে এবং ক্রিয়াপদের সাথে যার গৌণ সম্বন্ধ থাকে তাকে গৌণকর্ম বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তু বাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়। গৌণ কর্মে বিভক্তি হয়। মুখ্য কর্মে হয় না। যেমন- মা শিশুকে (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাচ্ছেন।

কর্মকারকের বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

☐ প্রথমা বিভক্তি:

১. ডাক্তার ডাক।
২. শুক্রবার স্কুল বন্ধ।
৩. আমি বই পড়ি।
৪. হামীম বই পড়ে।
৫. আমাকে একখানা বই দাও।
৬. আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।
৭. ছেলেরা ক্রিকেট খেলে।
৮. সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।
৯. কারক পড়ায় তারক ঠাকুর।
১০. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় ডিকশনারি।
১১. ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ।
১২. কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
১৩. কী সাহসে এমন কথা বলে।
১৪. এমন চোরের মতো বাঁচা বাঁচিতে চাই না।

১৫. কোথা সে ছায়া সখী কোথায় সে জল।
১৬. এমন মেয়ে আর দেখিনি।
১৭. বাজিল কাহার বীণা।
১৮. তুলি বাগানে ফুল তুলছে।
১৯. কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।
২০. জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।
২১. ছাত্ররা ক্রিকেট খেলে।
২২. ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক।
২৩. পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার।
২৪. হারি জিতি নাহি লাজ।
২৫. চাহিনা করিতে বাদ-প্রতিবাদ।
২৬. আমার স্বপন আধো জাগরণ।
২৭. যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।
২৮. বাজনা বাজে।
২৯. একটি গান শোনাও।
৩০. মশা মারতে কামান দাগা।
৩১. সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা।
৩২. কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে।
৩৩. রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন।
৩৪. গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না।
৩৫. প্রাণপণে চেষ্টা করো।
৩৬. খুব ঠকা ঠকেছি।
৩৭. চোর ধৃত হয়েছে।
৩৮. চিন্তা রোগের ওষুধ নেই।
৩৯. এমন ছেলে আর দেখিনি।
৪০. শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই।
৪১. যে নাচে তটিনী জল টলমল করে।
৪২. আমার ভাত খাওয়া হইলো না।
৪৩. ঘোড়া গাড়ি টানে।
৪৪. রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।

☐ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

১. বাঁধনকে রাফি গতকাল মেরেছে।
২. রেখো মা দাসেরে মনে।
৩. তাকে বল।
৪. আমারে করহ তোমার বীণা।
৫. নাঈম ধোপাকে কাপড় ধুতে দিল।
৬. ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।
৭. দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে।
৮. দাসত্ব চিত্তকে সংকীর্ণ করে।
৯. বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায়।
১০. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
১১. পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা।
১২. মিথ্যারে করো না উপাসনা।
১৩. ধোপাকে কাপড় দাও।
১৪. রিয়াকে ডাক।
১৫. তোমাকে অনেক কথা শুনতে হবে।
১৬. দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে।
১৭. আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

☐ ষষ্ঠী বিভক্তি:

১. তোমার দেখা পেলাম না।
২. আমাদের একটি গল্প বলুন।
৩. এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার/স্বাধীনতার সংগ্রাম।

☐ সপ্তমী বিভক্তি:

১. গুণহীনে ত্যাগ কর।
২. জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
৩. আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।
৪. না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।
৫. পুলিশে খবর দাও।
৬. ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে।
৭. এর অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।
৮. বিপদে যেন করিতে পারি জয়।
৯. তোমায় দেখলেও পাপ।
১০. প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে।

নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্প্রদান কারককে কর্ম কারকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতে সম্প্রদান কারক রয়েছে। বাংলাতে সম্প্রদান কারক ও কর্ম কারকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বিধায়, সম্প্রদান কারক এখন কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রশ্নে যদি কর্ম কারক না থাকে সেক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক দিতে হবে। পূর্বে যেসব বাক্য সম্প্রদান কারক হিসেবে প্রচলিত ছিল তার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

☐ শূন্য বিভক্তি:

১. আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু।
২. দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি।
৩. ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক।

☐ চতুর্থী বিভক্তি:

১. দেশের জন্য প্রাণ দাও।
২. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
৩. তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি।

☐ ষষ্ঠী বিভক্তি:

১. তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
২. দেশের জন্য প্রাণ দাও।

☐ সপ্তমী বিভক্তি:

১. সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
২. পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা।
৩. সমিতিতে চাঁদা দাও।
৪. গৃহহীনে গৃহ দাও।
৫. গুরুজনে ভক্তি কর।
৬. অন্নহীনে অন্ন দাও।
৭. আমায় একটু আশ্রয় দিন।
৮. তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।
৯. মৃতজনে দেহ প্রাণ।
১০. অন্ধজনে দয়া কর।
১১. শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর।

করণ কারক

করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র / সহায়ক / উপায় । অর্থাৎ যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাকে করণ কারক বলে । যেমন-

ক) আমরা কানে শুনি ['কানে' করণ কারক]
খ) মন দিয়ে বিদ্যা অর্জন কর ['মন' দিয়ে করণ কারক]
ক্রিয়াকে 'কি দিয়ে/কি দ্বারা' প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায় ।

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

প্রথমা বিভক্তি:

১. ছাত্ররা বল খেলে ।
২. তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে ।
৩. রনি তাস খেলে ।
৪. অহংকার পতনের মূল ।
৫. তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না ।
৬. ঘোড়াকে চাবুক মার ।
৭. শ্রম বিনা ধন লাভ হয় না ।
৮. বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর ।
৯. ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে ।
১০. নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা ।
১১. বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু ।

তৃতীয়া বিভক্তি:

১. লাঙল দ্বারা জমি চাষ করা হয় ।
২. মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন ।
৩. শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না ।

পঞ্চমী বিভক্তি:

১. এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না ।

ষষ্ঠী বিভক্তি:

১. হাতের কাজ দেখাও ।
২. কালির দাগ দাও ।
৩. আত্মার সম্পর্কই আত্মীয় ।
৪. তোমার গায়ে নখের আঁচরও লাগবে না ।
৫. লাঠির ঘায়ে সাপটি মারা পড়ল ।
৬. যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে ।

সপ্তমী বিভক্তি:

১. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় ।
২. কথা নয়, কাজে পরিচয় ।
৩. ব্যায়ামে শরীর ভালো হয় ।
৪. চেষ্টায় সব হয় ।
৫. এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় ।
৬. লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব ।
৭. এই কলমে ভালো লেখা হয় ।
৮. শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায় ।
৯. ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে ।
১০. তিনি চোখে দেখেন না ।
১১. হাতে না মেরে ভাতে মারব ।
১২. 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবুও যেন তা মধুতে মাখা ।'
১৩. নৌকায় নদী পার হলাম ।
১৪. সে কি আপন রঙে মন রাঙাবে?
১৫. নতুন ধান্যে হবে নবান্ন ।
১৬. টাকায় অসাধ্য সাধন হয় ।
১৭. ফলে বৃক্ষের পরিচয় ।
১৮. কী সাহসে ওখানে গেলে ।
১৯. অর্থে অনর্থ ঘটে ।
২০. অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর ।
২১. বিনা জ্বালে ভাত হয় না ।
২২. অণুতে গঠিত হিমালয় ।
২৩. কোদালে মাটি কাটব ।
২৪. কাঁথায় শীত মানে না ।
২৫. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ।
২৬. জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি ।
২৭. টানে এক আঁকে বক ।
২৮. তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে ।
২৯. ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায় ।
৩০. তাকে হাতে না মারলেও ভাতে মারব ।
৩১. টাকায় কি না হয় ।
৩২. জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় ।
৩৩. আলোয় আঁধার দূর হয় ।
৩৪. অহংকারে পতন ঘটে ।
৩৫. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।
৩৬. আগুনে সেঁক দাও ।
৩৭. গানে গানে মন ভরেছে ।
৩৮. জটাতে তাপস চিনি ।
৩৯. শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল ।
৪০. সোজা পথে চল না কেন?
৪১. জাহাজে সাগর পার হওয়া যায় ।
৪২. বিষ্ণু বাবুর এঁদোপুকুর মাছে ভরে গেছে ।
৪৩. আলোয় আঁধার কাটে ।
৪৪. এ সুতায় কাপড় হয় না ।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা বোঝায় তাকে 'সম্প্রদান কারক' বলে । যেমন- ভিখারিকে ভিক্ষা দাও । এ বাক্যে ভিখারিকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান করা হয়- তাই 'ভিখারিকে' সম্প্রদান কারক । 'কাকে' এ প্রশ্ন করে ক্রিয়াপদের সাথে সম্প্রদান কারকের সম্পর্ক বের করতে হয় । গরিবকে কাপড় দাও । এখানে কাকে দেবে? 'গরীবকে' । ফলে গরীবকে সম্প্রদান কারক ।

যেখানে নিজের জিনিস অপরকে দান করা হয় সেখানেই প্রকৃত সম্প্রদান কারক হয় । দান না বোঝালে সম্প্রদান কারকের প্রশ্নই উঠে না । যেমন- 'ধোপাকে কাপড় দাও' । এখানে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাঁচতে দেয়া বোঝায় । 'চাকরকে বেতন দাও' 'সরকারকে কর দাও' এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক হয় না ।

বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি একরকম হওয়ায় সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করার পক্ষে অনেকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বি. দ্র. সম্প্রদান কারকে কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, সবসময় চতুর্থী বিভক্তি হয়।

✪ স্বত্বহীন দান

সমিতিতে চাঁদা দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
সর্বভূতে ধন দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
দরিদ্রকে ধন দাও।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য করে	সম্প্রদানে ৭মী।
তোমাকে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।	সম্প্রদানে ৭মী।
গৃহহীনে গৃহ দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
অন্ধজনে দেহ আলো।	সম্প্রদানে ৭মী।
ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
মৃতজনে দেহ প্রাণ।	সম্প্রদানে ৭মী।

✪ নিঃস্বার্থ কাজ

আমায় একটু আশ্রয় দিন।	সম্প্রদানে ৭মী।
গুরুজনে কর নতি।	সম্প্রদানে ৭মী।
তাই দিই দেবতারে।	সম্প্রদানে ৪র্থী।
দীনে দয়া কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি।	সম্প্রদানে শূন্য।
সর্বজনে দয়া কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই, তাই দিই দেবতারে	সম্প্রদানে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়।	সম্প্রদানে ৭মী।

✪ নিমিত্তার্থে সম্প্রদান

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।	নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী।
বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল।	নিমিত্তার্থে ৪র্থী।
জলকে চল।	নিমিত্তার্থে ৪র্থী।
তারা তীর্থে যাত্রা করল।	সম্প্রদানে ৭মী।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পর বসে। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কোথা হতে/কী হতে/কীসের হতে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অপাদান কারক। যেমন: জমি থেকে ফসল পাই। কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অপাদান	প্রয়োগ
বিচ্যুত	গাছ থেকে পাতা পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
গৃহীত	শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। দুধ থেকে দই হয়।
জাত	জমি থেকে ফসল পাই। খেজুরের রসে গুড় হয়। টাকায় টাকা হয়।
বিরত	পাপে বিরত হও।
দূরীভূত	দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।
রক্ষিত	বিপদে মোরে রক্ষা কর।
আরম্ভ	সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
ভীত	আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে। বাঘকে ভয় পায় না কে?
স্থান ত্যাগ	গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।
দর্শন	ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।
শ্রুত	লোকমুখে খবর পেলাম।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

☐ প্রথমা বিভক্তি:

১. স্কুল পালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।
২. মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।
৩. গাড়ি স্টেশন ছাড়ল।
৪. বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
৫. তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
৬. ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ।
৭. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে।
৮. সে দুবাই ঘুরে এসেছে।

☐ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

১. সে তোমাকে ভয় পায়।
২. বাবাকে ভয় পায়।
৩. ভূতকে আবার কীসের ভয়।

☐ পঞ্চমী বিভক্তি:

১. কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।
২. ধর্ম থেকে বিচলিত হয়ো না।
৩. ধন হইতে সুখ হয় না।

☐ ষষ্ঠী বিভক্তি:

১. বর্ষাকালে সাপের ভয়।
২. বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর।
৩. যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।
৪. সেখানে বাঘের ভয় নেই।
৫. বাগান ফুলের গন্ধে ভরপুর।

☐ সপ্তমী বিভক্তি:

১. টাকায় টাকা হয়।
২. মেঘে বৃষ্টি হয়।
৩. বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।
৪. সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না।
৫. অধ্যয়নে বিরত হতে নেই।

৬. কত ধানে কত চাল তা আমি জানি।
৭. জলে বাষ্প হয়।
৮. তর্কে বিরত হও।
৯. আচার-ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায়।
১০. দুধে ছানা হয়।
১১. তিলে তৈল হয়।
১২. পরের মুখে শেখা বুলি।
১৩. কুকর্মে বিরত থাক।
১৪. সব ঝিনুকে মুক্তা মেলে না।
১৫. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।
১৬. আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?
১৭. বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি।
১৮. পরাজয়ে ডরে না বীর।
১৯. পাপে বিরত হও।

ক) বস্তুর রূপান্তর ঘটলে অপাদান কারক হয়।
যেমন– তিলে তৈল হয়।

খ) ভিতর থেকে বাইরে গেলে অপাদান কারক হয়।
যেমন– স্কুল পালানো ভাল নয়।
[বি. দ্র. বাইরে থেকে ভেতরে গেলে অধিকরণ কারক হয়।]
যেমন– আমি স্কুলে যাব।

গ) দূরত্ব বোঝালে অপাদান কারক হয়।
যেমন– ঢাকা থেকে যশোর তিনশো কিলোমিটার দূরে।

ঘ) তারতম্য বোঝালে অপাদান কারক হয়।
যেমন– মেহেদীর চেয়ে হাসান লেখাপড়ায় ভাল।

ঙ) কালবাচক শব্দের ক্ষেত্রে অপাদান কারক হয়।
যেমন– তিন দিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি।

চ) আধার– স্বর্গ থেকে পুষ্প বর্ষিত হল।

অপাদান কারকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

✪ উৎস, উৎপাদন, রূপান্তর:

১. ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। - অপাদানে ষষ্ঠী।
২. মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। - অপাদানে ৫মী।
৩. সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না। - অপাদানে ৭মী।
৪. সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না। - অপাদানে ৭মী।
৫. সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।
৬. লোক মুখে এ কথা শোনা যায়। - অপাদানে ৭মী।
৭. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। - অপাদানে ৭মী।
৮. মেঘে বৃষ্টি হয়। - অপাদানে ৭মী।
৯. দুধে ছানা হয়। - অপাদানে ৭মী।
১০. তিলে তৈল হয়। - অপাদানে ৭মী।
১১. জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়। - অপাদানে ৭মী।
১২. জলে বাষ্প হয়। - অপাদানে ৭মী।
১৩. চোখ দিয়া পানি পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।
১৪. গাছে তক্তা হয়। - অপাদানে ৭মী।
১৫. কত ধানে কত চাল তা আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।
১৬. এ জমিতে সোনা ফলে। - অপাদানে ৭মী।
১৭. এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। - অপাদানে ৭মী।
১৮. সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না। - অপাদানে ৭মী।
১৯. চোখ দিয়ে জল পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।
২০. কত ধানে কত চাল, সে আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।
২১. পড়ায় বিরত হয়ো না। - অপাদানে ৭মী।

✪ চ্যুত, বিচ্যুত, নির্গমণ:

০১. ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল। – অপাদানে শূন্য।
০২. স্কুল পালাইও না। – অপাদানে শূন্য।
০৩. রোজ রোজ কলেজ পালাও কেন? – অপাদানে শূন্য।
০৪. পরীক্ষা আসিল তাই চোখে জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী।
০৫. গাড়ি ঢাকা ছাড়ল। – অপাদানে শূন্য।
০৬. গাড়ি স্টেশন ছাড়ল। – অপাদানে শূন্য।
০৭. করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরে। – অপাদানে শূন্য।
০৮. মাতৃস্নেহ স্বর্গ হতে আসে। – অপাদানে শূন্য।
০৯. হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত। – অপাদানে ৫মী।

✪ বিরত, রক্ষিত, ভীত:

১. আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? – অপাদানে ৭মী।
২. কুকর্মে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী।
৩. চোরের ভয়ে ঘুম আসে না। – অপাদানে ৬ষ্ঠী।
৪. তোমাকে আমার ভয় হয়। – অপাদানে ২য়া।
৫. তর্কে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী।
৬. ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। – অপাদানে ৫মী।
৭. পরাজয়ে ডরে না বীর। – অপাদানে ৭মী।
৮. পাপে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী।
৯. বিপদে মোরে রক্ষা কর। – অপাদানে ৭মী।
১০. বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া।
১১. ভূতকে আবার কীসের ভয়? – অপাদানে ২য়া।
১২. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী।

অধিকরণ কারক

যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।
যেমন– পড়ুয়ারা ক্লাসে পড়ে ['ক্লাসে' অধিকরণ কারক]
অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ– অধিকরণ কারক তিন প্রকার।
যথা– ক) কালাধিকরণ খ) আধারাধিকরণ গ) ভাবাধিকরণ

ক) কালাধিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের কালকে/সময়কে প্রকাশ করে।
যেমন– ক) কাল সকালে এসো। খ) বসন্তে ফুল ফোটে।

খ) আধারাধিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের স্থানকে প্রকাশ করে।
যেমন– ক) পুকুরে মাছ আছে। খ) তুমি এই পথে যেয়ো।

গ) ভাবাধিকরণ: যদি কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য কোন ক্রিয়ার কোনরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তখন তাকে ভাবাধিকরণ বলে।
যেমন– ক) সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।
খ) কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

ভাবাধিকরণ কারকে সবসময় ৭মী বিভক্তি থাকে বলে ইহাকে ভাবে ৭মী বলা হয়।

আধারাধিকরণ আবার তিন প্রকার:

যথা–

ক) ঐকদেশিক-বিরাট স্থানের কোন এক অংশ জুড়ে থাকে।
যেমন: আকাশে মেঘ আছে, পুকুরে মাছ আছে।

খ) অভিব্যাপক– সমস্ত স্থান জুড়ে থাকে।
যেমন: তিলে তৈল আছে, ঘরে আলো আছে।

গ) বৈষয়িক– বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষ বিষয়ে পরাদর্শী বোঝাতে।
যেমন: তুষার রাজনীতিতে খুব দক্ষ। রাহাত অংকে ভালো কিন্তু ইংরেজিতে দুর্বল।

✪ বৈষয়িক অধিকরণ:

১. শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। — অধিকরণে ৭মী।
২. পাঠে মনোযোগ দাও। — অধিকরণে ৭মী।
৩. পড়াতে তার মন বসে না। — অধিকরণে ৭মী।
৪. ত্যাগে তিনি নিরহংকার। — অধিকরণে ৭মী।
৫. তাহার ধর্মে মতি আছে। — অধিকরণে ৭মী।
৬. কাজে মন দাও। — অধিকরণে ৭মী।
৭. সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে। — অধিকরণে ৭মী।
৮. অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। — অধিকরণে ৭মী।

✪ ভাবাধিকরণ:

১. কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। — ভাবে ৭মী।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

□ প্রথমা বিভক্তি:

১. শুক্রবার স্কুল বন্ধ।
২. আগামীকাল বাড়ি যাব।
৩. তিনি বাড়ি আছেন।
৪. পরের দিন উৎসব।
৫. আমি ঢাকা যাব।
৬. আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা।
৭. একদিন যাবো।
৮. সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে।
৯. এ সময় তার দেখা মেলা ভার।
১০. কী করি আজ ভেবে না পাই।
১১. বাড়ি ঘুরে এসো।

□ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

১. হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।
২. আজকে নগদ কালকে ধার।

□ তৃতীয়া বিভক্তি:

১. **খিলিপান** (এর ভিতরে) দিয়ে ঔষধ খাবে।

□ পঞ্চমী বিভক্তি:

১. বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।

□ সপ্তমী বিভক্তি:

১. প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
২. **আষাঢ়ে** বৃষ্টি নামে।
৩. অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ।
৪. **এ দেহে** প্রাণ নেই।
৫. সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।
৬. খনিতে সোনা পাওয়া যায়।
৭. কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
৮. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।
৯. পড়ায় আমার মন বসে না।
১০. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
১১. শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
১২. সরোবরে পদ্ম ফোটে।
১৩. **সর্বাঙ্গে** ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।
১৪. কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
১৫. রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।
১৬. ধর্মে তোমার মতি হোক।
১৭. পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
১৮. গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
১৯. আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।
২০. পৃথিবীতে কে কাহার?
২১. পুকুরে মাছ আছে।
২২. মাঠে ধান ফলেছে।
২৩. তিলে তৈল আছে।
২৪. গোয়ালে গরু আছে।
২৫. ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
২৬. আয়ু যেন পদ্ম পাতায় নীড়।
২৭. আমরা রোজ স্কুলে যাই।
২৮. তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।
২৯. এ জমিতে সোনা ফলে।
৩০. কাজে মন দাও।
৩১. দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা।
৩২. ত্যাগে তিনি নিরহংকার।
৩৩. থানায় এজহার দাও।
৩৪. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
৩৫. রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে শহরে আছি।
৩৬. রহিম বিজ্ঞানে ভালো।
৩৭. পড়াশোনায় মন দাও।
৩৮. সোহেল অঙ্কে খুব কাঁচা।
৩৯. কান্নায় শোক কমে।
৪০. আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

মনে রাখার জন্য ছন্দে ছন্দে কারক

যে করে সে কর্তা
কর্তা যা করে তা কর্ম।
কর্তাকে সাহায্য করা করণের ধর্ম,
শর্ত ত্যাগ করে করিলে দান,
তা কারক হবে সম্প্রদান।
হতে, থেকে, চেয়ে অপাদান হয়।
স্থান, কাল, পাত্র অধিকরণ কারক হয়।

এক কথায় উত্তর

১. **কারক শব্দে অর্থ কী?**
উত্তর: যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

২. **কারক কত প্রকার?**
উত্তর: ৬ প্রকার।

৩. **ভাববাচ্যের কর্তা কিসের প্রাধান্য থাকে?**
উত্তর: ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে।

৪. **বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নাম পদের সে সমন্ধকে কি বলে?**
উত্তর: কারক।

৫. **কারক —— সাধিত।**
উত্তর: প্রত্যয়।

৬. **কারক শব্দটি বিশ্লেষণ করলে হয়-**
উত্তর: কৃ + ণ্ক।

৭. **বিভক্তি কত প্রকার?**
উত্তর: ৭ প্রকার।

৮. **বিভক্তি স্পষ্ট না হলে সেখানে কোন বিভক্তি হয়?**
উত্তর: শূন্য বিভক্তি।

৯. **হতে, থেকে, চেয়ে কোন বিভক্তির উদাহরণ?**
উত্তর: পঞ্চমী।

১০. **'মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক'। এখানে মানুষে কোন কারক?**
উত্তর: কর্তৃকারক।

১১. **এমন মেয়ে আর দেখিনি। এখানে মেয়ে কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
উত্তর: কর্ম কারকে, প্রথমা বিভক্তি।

১২. **আমার খাওয়া হলো না। এটি কোন বাচ্যের কর্তা?**
উত্তর: ভাববাচ্যের কর্তা।

১৩. **হাসান বই পড়ে। এখানে বই কোন কারক?**
উত্তর: কর্মকারক।

১৪. **কালির দাগ দাও? কোন কারক?**
উত্তর: করণ কারক।

১৫. **'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
উত্তর: কর্মে সপ্তমী।

১৬. **সম্প্রদান কারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কার আপত্তি ছিল?**
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭. **প্রভাতে সূর্য ওঠে। প্রভাতে কোন কারক?**
উত্তর: কালাধিকরণ।

১৮. **আলোয় আধার দূর হয়। এখানে আলোয় কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
উত্তর: অধিকরণ কারকে, ৭মী বিভক্তি।

১৯. **টাকায় অসাধ্য সাধন হয় কোন কারক?**
উত্তর: করণ কারক।

২০. **লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। এখানে লোভে কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
উত্তর: অপাদান কারকে, ৭মী বিভক্তি।

Teacher's Work

১. **'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [ডাক জীবনবীমার কম্পিউটার অপারেটর'২২; বাংলাদেশ রেলওয়ের খালাসী'২২; সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার'১৩]
ক কর্তৃকারকে ২য়া | খ সম্প্রদান কারকে ৭মী | গ কর্তৃকারকে ৭মী | ঘ কর্তৃকারকে ৪র্থী — **গ**

২. **দ্বারা, দিয়া কর্তৃক- বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি?** [৪০তম বিসিএস]
ক তৃতীয়া বিভক্তি | খ প্রথমা বিভক্তি | গ দ্বিতীয়া বিভক্তি | ঘ শূন্য বিভক্তি — **ক**

৩. **'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি-** [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার'১৪]
ক সম্প্রদানে ষষ্ঠী | খ সম্বন্ধে ষষ্ঠী | গ কর্মে ষষ্ঠী | ঘ কর্তায় ষষ্ঠী — **ঘ**

৪. **বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?** [৪০তম বিসিএস]
ক বিভক্তি | খ কারক | গ প্রত্যয় | ঘ অনুসর্গ — **খ**

৫. **'আমি বই পড়ি' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক কর্মে ১মা | খ কর্মে শূন্য | গ অপাদানে ১মা | ঘ অধিকরণে ৫মী — **খ**

৬. **'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক কর্তায় সপ্তমী | খ কর্মে সপ্তমী | গ করণে পঞ্চমী | ঘ অপাদানে সপ্তমী — **খ**

৭. **'আলোয় আঁধার কাটে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক অধিকরণে ৭মী | খ করণে ৭মী | গ অপাদানে ৭মী | ঘ কর্তায় ৭মী — **খ**

৮. **'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা'। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক কর্মে শূন্য | খ করণে শূন্য | গ অপাদানে শূন্য | ঘ সম্প্রদানে শূন্য — **খ**

৯. **নিচের কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক ঘোড়াকে চাবুক মার | খ ডাক্তার ডাক | গ গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে | ঘ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে — **ক**

বিভক্তি

বিভক্তি : বাক্যের বিভিন্ন পদ বিশ্লেষণ করলে তার দুটি অংশ পাওয়া যায় এর একটি শব্দ অপরটি বিভক্তি। বিভক্তি বলতে সেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বোঝায় যেগুলো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের জন্যে পদ সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াপদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করে।
যেমন- কলমে লেখ। এখানে 'কলম' এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বিভক্তির প্রকারভেদ :
বিভক্তি বর্তমানে ২ প্রকার। যথা- ক. নাম বা শব্দ বিভক্তি, খ. ক্রিয়া বিভক্তি। যা পূর্বে ছিলো ৭ প্রকার (শব্দবিভক্তি)।
বিভক্তির প্রকারভেদ এবং বিভক্তি নির্ণয়ের কৌশল নিম্নের ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা/শূন্য	শূন্য / 'অ'	রা, এরা
দ্বিতীয়া	কে/ রে/ এরে/	দিগে/ দিগকে / দিগেরে/ দের/ গুলিকে/ গুলোকে/ বৃন্দকে
তৃতীয়া	দ্বারা/ দিয়ে/কর্তৃক	দিগের দিয়া/ দের দিয়া/দিগ কতৃক/গুলির দ্বারা/ গুলি কর্তৃক/ গুলো দিয়ে
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো এবং তরে, জন্যে	দ্বিতীয়ার মত এবং দের তরে, দের জন্য
পঞ্চমী	হইতে/ থেকে/ চেয়ে	দিগ হইতে/ দের হইতে/ গুলির চেয়ে
ষষ্ঠী	র/ এর/ কার/ কের	দিগের/দের/গুলির/ গণের/ বৃন্দের
সপ্তমী	তে/ এ/ য়/ এতে/ কাছে/ মধ্যে	দিগে/ দিগেতে/ গুলিতে/ গণে/ গুলোতে

কারকে বিভক্তির ব্যবহার

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা 'অ' বিভক্তির ব্যবহার – মাসুদ বই পড়ে।
খ) দ্বিতীয়া বা 'কে' বিভক্তির ব্যবহার– মামুনকে যেতে হবে।
গ) তৃতীয়া বা 'দ্বারা' বিভক্তির ব্যবহার– রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হয়েছে।
ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তি বা 'র' বিভক্তির ব্যবহার– আমার যাওয়া হয়নি।
ঙ) সপ্তমী বিভক্তি বা 'এ' বিভক্তির ব্যবহার– গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।
'য়' বিভক্তির ব্যবহার– ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
'তে' বিভক্তির ব্যবহার– বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা/শূন্য/অ বিভক্তির ব্যবহার– আমাকে একটি কলম দাও।
খ) দ্বিতীয়া বা 'কে' বিভক্তির ব্যবহার– তাকে যেতে বল।
'রে' বিভক্তির ব্যবহার- আমারে ভূতে পেয়েছে।
গ) ষষ্ঠী বা 'র' বিভক্তির ব্যবহার- তোমার দেখা পেলাম না।
ঘ) সপ্তমী বা 'এ' বিভক্তির ব্যবহার– বলিও কথা জনে জনে।

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা 'অ' বিভক্তির ব্যবহার- ছেলেরা বল খেলে।
খ) তৃতীয়া বা 'দ্বারা' বিভক্তির ব্যবহার- কলম দ্বারা লেখা হয়।
'দিয়া' বিভক্তির ব্যবহার– মন দিয়ে পড়।
গ) সপ্তমী বা 'এ' বিভক্তির ব্যবহার- ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।
'তে' বিভক্তির ব্যবহার– লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।
'য়' বিভক্তির ব্যবহার- এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) চতুর্থী বা 'কে' বিভক্তির ব্যবহার- বস্ত্রহীনকে কাপড় দাও।
খ) সপ্তমী বা 'এ' বিভক্তির ব্যবহার- সমিতিতে চাঁদা দাও।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা 'অ' বিভক্তির ব্যবহার- বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না।
খ) দ্বিতীয়া বা 'কে' বিভক্তির ব্যবহার- ভাইয়াকে বড্ড ভয় পাই।
গ) ষষ্ঠী বা 'এর' বিভক্তির ব্যবহার- যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়।
ঘ) সপ্তমী বা 'এ' বিভক্তির ব্যবহার- লোকমুখে শুনেছি সে কথা। 'য়' বিভক্তির ব্যবহার- টাকায় টাকা হয়।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা 'অ' বিভক্তির ব্যবহার- বাবা বাড়ি নেই।
খ) তৃতীয়া 'বা' দিয়ে বিভক্তির ব্যবহার- খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবে। (এখানে খিলিপানের ভিতর ঔষধ দিয়ে খাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।)
গ) পঞ্চমী বা 'থেকে' বিভক্তির ব্যবহার- বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
ঘ) সপ্তমী বা 'তে' বিভক্তির ব্যবহার- এ বাড়িতে কেউ থাকে না।

এক কথায় উত্তর

১. **বিভক্তি কয় প্রকার?**
উত্তর: ২ প্রকার।

২. **তৃতীয়া বিভক্তির বিভক্তি চিহ্ন কী?**
উত্তর: দ্বারা/দিয়ে/কর্তৃক।

৩. **শব্দ বিভক্তি কয় প্রকার?**
উত্তর: ৭ প্রকার।

৪. **মাসুদ বই পড়ে। বাক্যে 'মাসুদ' কোন বিভক্তির উদাহরণ?**
উত্তর: প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি।

Teacher's Work

১. **কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?** [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার'০৯]
ক. কারক (খ) সন্ধি
গ. প্রকৃতি (ঘ) সমাস **ক**

২. **বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার?** [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার'২২; ঢাবি (খ-ইউনিট)'০১-০২]
ক. ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
গ. ৫ প্রকার (ঘ) ৪ প্রকার **ক**

৩. **নিচের কোনটি বিভক্তি নয়?** [সওজের কার্যসহকারী'২২]
ক. দ্বারা (খ) থেকে
গ. চেয়ে (ঘ) পর্যন্ত **ঘ**

৪. **'শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়'। এই বাক্যে 'গোঁফে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক. করণে সপ্তমী (খ) সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে সপ্তমী (ঘ) কর্মে সপ্তমী **ক**

৫. **'তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে' এখানে 'জলে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?**
ক. কর্মে শূন্য (খ) করণে সপ্তমী
গ. কর্মে সপ্তমী (ঘ) অধিকরণে সপ্তমী **খ**

৬. **'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক. কর্মে ২য়া (খ) অপাদানে ৭মী
গ. করণে ৭মী (ঘ) অপাদানে ৫মী **খ**

৭. **'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?**
ক. করণে সপ্তমী (খ) অপাদানে পঞ্চমী
গ. অপাদানে সপ্তমী (ঘ) কর্তায় শূন্য **গ**

৮. **'কান্নায় শোক কমে' বাক্যে 'কান্নায়' কোন কারক?**
ক. করণ কারক (খ) অপাদান কারক
গ. সম্প্রদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক **ঘ**

ছন্দ

ছন্দ কাব্যতত্ত্বের একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।' ছন্দ কাব্যে এনে দেয় সংগীতের সুর লহরি। মাত্রা-নিয়মের যে বিচিত্রতায় কাব্যের ইচ্ছাটি বিশেষভাবে ধ্বনি-রূপময় হয়ে উঠে তাকেই ছন্দ বলে।

প্রশ্ন: পঙ্‌ক্তি কী?

উত্তর: কবিতার প্রত্যেকটি লাইনকেই ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তি হিসেবে ধরা হয়, এতে অর্থের পরিসমাপ্তি ঘটুক আর নাই ঘটুক।

যেমন–

'বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী ছাত্র মারা
কৃষক বণিক দোকানী আর মজুর মারা
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা
খুবই সহজ।' – মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

(এখানে ৪টি পঙ্‌ক্তি)

প্রশ্ন: অক্ষর কী?

উত্তর: বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর। যেমন– 'মা' এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ; 'মামা' দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ কিন্তু 'মাঠ' এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, কারণ মাঠ ব্যঞ্জনান্তক শব্দ এবং তা ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না। অক্ষর দুই প্রকার। যথা- মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর।

মুক্তাক্ষর: স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া বা স্বরধ্বনি যুক্ত অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে।

যেমন– মামা, বাবা, মারা ইত্যাদি।

বদ্ধাক্ষর: ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া অক্ষরকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন: বন, মাঠ, গাছ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ছন্দ কী?

উত্তর: সংস্কৃত ভাষায় 'ছন্দ' শব্দের অর্থ কাব্যের মাত্রা। কোনো কিছুর মধ্যে পরিমিতি ও শৃঙ্খলার সুষম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে।

প্রশ্ন: বাংলা ছন্দ কত প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা: ক) স্বরবৃত্ত, খ) মাত্রাবৃত্ত, গ) অক্ষরবৃত্ত।

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে ছন্দ রীতিতে উচ্চারণের গতিবেগ বা লয় দ্রুত অক্ষরমাত্রই এক মাত্রার হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার। এ ছন্দকে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ বা শ্বাসাঘাত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বলে।

উদাহরণ–

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান
(মাত্রা- ৪/৪/৪/১)
শিব ঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যে / দান
(মাত্রা ৪/৪/৪/১)

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪।
খ) এ ছন্দের লয় দ্রুত।
গ) যে কোনো অক্ষর (মুক্তাক্ষর বা বদ্ধাক্ষর) একমাত্রার।

উদাহরণ: আড়াল = আ (১) + ড়াল (১) = ২ স্বর।

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে কাব্য ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয় এবং যা মধ্যম লয়ে পাঠ করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

এ ছন্দকে বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ বলে।

উদাহরণ–

সোনার পাখি ছিল
সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল
বনে -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(মাত্রা- ৭/৭/৭/২)

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হয়।
খ) এ ছন্দে প্রধানত ৬ মাত্রার প্রচলন বেশি।
গ) অনুস্বর বা বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে একমাত্রা ধরা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। একে যৌগিক বা কলামাত্রিক ছন্দ বলে।

উদাহরণ:

মরিতে চাহিনা আমি / সুন্দর ভুবনে (৮+৬)
মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই (৮+৬)
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয়।
খ) এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম।
গ) এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যে বদ্ধাক্ষর একমাত্রা এবং শব্দের শেষে দুই মাত্রা হয়।
ঘ) এ ছন্দে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর সমান ধরা হয়।

উদাহরণ: কেষ্টা = কে (১) + ষ্টা (১) = ২ অক্ষর।

✪ বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর এর মাত্রা:

ছন্দ	মুক্তাক্ষর	বদ্ধাক্ষর
স্বরবৃত্ত	একমাত্রা	একমাত্রা
মাত্রাবৃত্ত		দুইমাত্রা
অক্ষরবৃত্ত		দুই মাত্রা। তবে শব্দের প্রথমে ও মধ্যে থাকলে একমাত্রা।

প্রশ্ন: পয়ার কী?

উত্তর: যে ছন্দের মূল বর্গের অক্ষর সংখ্যা ১৪টি তাকে পয়ার বলে।

প্রশ্ন: অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) কাকে বলে?

উত্তর: কবিতার পঙ্‌ক্তির শেষে মিলহীন ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় চরণের অন্ত্যমিল থাকে না। ছন্দ পয়ারের অপর রূপ। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে, যা ৮+৬ পর্বে বিভক্ত। একে প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দও বলে।

উদাহরণ–

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীর বাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী,
কোন বীরবরে রবি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা, রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।
-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও সনেটের কে প্রচলন ঘটান?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটে মধুসূদনের প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?

উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রশ্ন: সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে?

উত্তর: সনেট ইতালিয়ান শব্দ। এর বাংলা অর্থ- চতুর্দশপদী কবিতা। একটি মাত্র ভাব বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষরের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়) বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায় তাকেই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বলে।

সনেটের দুটি অংশ। যথা:

ক) অষ্টক: প্রথম ৮ চরণকে অষ্টক বলে।
খ) ষটক: শেষ ৬ চরণকে ষটক বলে।

প্রশ্ন: সনেটের আদি কবি কে?

উত্তর: ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এ ধারার আদি কবি।

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা ছন্দ কয় প্রকার?**
উত্তর: ৩ প্রকার।

২. **স্বরবৃত্ত ছন্দে বদ্ধাক্ষর কয় মাত্রার হয়?**
উত্তর: এক মাত্রার।

৩. **অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লয় কেমন?**
উত্তর: লয় ধীর।

৪. **'ছড়া' কোন ছন্দে রচিত হয়?**
উত্তর: স্বরবৃত্ত।

৫. **মুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষর ও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে?**
উত্তর: স্বরবৃত্ত।

৬. **স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক-**
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭. **'পয়ার' কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?**
উত্তর: অমিত্রাক্ষর।

৮. **সনেটের কয়টি অংশ থাকে?**
উত্তর: ২টি।

৯. সনেটের প্রথম আট চয়নকে বলা হয়-

উত্তর: অষ্টক ।

১০. সনেটের আদি কবি কে?

উত্তর: পেত্রার্ক ।

১১. সনেটে কয়টি লাইন থাকে?

উত্তর: ১৪টি ।

১২. অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল-

উত্তর: অন্ত্যমিল নেই ।

১৩. লৌকিক ছন্দ বলা হয়-

উত্তর: স্বরবৃত্তকে ।

১৪. ছন্দ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: কাব্যের মাত্রা

১৫. তানপ্রধান ছন্দকে বলা হয়-

উত্তর: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ।

১৬. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

Teacher's Work

১. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]

ক) একাক্ষর খ) মুক্তাক্ষর
গ) বদ্ধাক্ষর ঘ) যুক্তাক্ষর — **খ**

২. মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর একমাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে? [৩৭তম বিসিএস]

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) অক্ষরবৃত্ত
গ) মুক্তক ঘ) স্বরবৃত্ত — **ঘ**

৩. সনেটের ক'টি অংশ? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]

ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি — **খ**

৪. বাংলা ছন্দ কত প্রকার? [৩০, ২৫তম বিসিএস]

ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪ — **গ**

৫. যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে? [সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক'০৯]

ক) স্বরবৃত্ত খ) পয়ার
গ) মাত্রাবৃত্ত ঘ) অক্ষরবৃত্ত — **ক**

৬. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?

ক) মাইকেল খ) পেত্রার্ক
গ) হোমার ঘ) ঈশ্বরগুপ্ত — **খ**

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

বিশেষ্য / সর্বনামের সাথে বিশেষ্য / সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে পূর্ববর্তী বিশেষ্য / সর্বনাম পদকে সম্বন্ধ পদ বলে । 'সম্বন্ধ পদের' বিভক্তি চিহ্ন 'র' 'এর', 'কার' ইত্যাদি ।

যেমন:

ক) শামসুর রাহমানের কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে– এখানে 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ।

খ) আমার মন ভাল নেই- এখানে 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ।

গ) সবাকার ঘরে ঘরে জ্বলুক আলো- এখানে 'কার' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

১) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে ।
যেমন– আমি+র = আমার, খালিদ + এর = খালিদের

২) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে 'কার' > কের বিভক্তি যুক্ত হয় ।
যেমন– আজি + কার = আজিকার > আজকের
কালি + কার = কালিকার > কালকের

৩) কিন্তু 'কাল' শব্দের সঙ্গে সবসময় 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয় ।
যেমন- কাল+এর = কালের । বাক্য- সে কত কালের কথা ।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে । আমরা আঠারো প্রকার পেয়েছি । যেমন–

০১) অধিকার সম্বন্ধ – রাজার রাজ্য, মিতার কলম ।
০২) জন্য-জনক সম্বন্ধ – গাছের ফল, বনের কাঠ ।
০৩) কার্যকারণ সম্বন্ধ – সূর্যের তাপ, রোগের কষ্ট ।
০৪) উপাদান সম্বন্ধ – ম্যালামাইনের প্লেট, বেতের লাঠি ।
০৫) গুণ সম্বন্ধ – নিমের তিক্ততা, চিনির মিষ্টতা ।
০৬) হেতু সম্বন্ধ – রূপের দেমাক, অর্থের অহংকার ।
০৭) ব্যপ্তি সম্বন্ধ – পূজার ছুটি, শরতের আকাশ ।
০৮) ক্রম সম্বন্ধ – দুয়ের পাতা বা পৃষ্ঠা, পাঁচের ঘর ।
০৯) অংশ সম্বন্ধ – মাথার চুল, হাতির কান ।
১০) ব্যবসায় সম্বন্ধ – চাউলের ব্যবসায়ী, পাটের গুদাম ।
১১) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ – চারের এক, দশের পাঁচ ।
১২) কৃতি সম্বন্ধ – মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ।
১৩) আধার-আধেয় – গ্লাসের দুধ, শিশির ঔষধ ।

১৪) অভেদ সম্বন্ধ – জ্ঞানের আলোক, দুঃখের আগুন।

১৫) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ – ননীর পুতুল, পাথরের দেহ।

১৬) বিশেষণ সম্বন্ধ – সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।

১৭) নির্ধারণ সম্বন্ধ – সবার সেরা, সবার ছোট।

১৮) কারক সম্বন্ধ – কর্তৃ সম্বন্ধ- সাহেবের হুকুম।
– কর্ম সম্বন্ধ- প্রভুর সেবা।
– করণ সম্বন্ধ- হাতের লাঠি।
– অপাদান সম্বন্ধ- বাঘের ভয়।
– অধিকরণ সম্বন্ধ- নদীর মাছ।

সম্বোধন পদ

সম্বোধন মানে আহ্বান বা কাওকে উদ্দেশ্য করে ডাকা বা কিছু বলা।

যেমন- ওহে, একটু শুনে যাও তো। হে বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল?

অর্থাৎ যাকে সম্বন্ধ করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। ওরে, ওগো, হে, রে, ওলো, ওহো, আহা, হায় ইত্যাদি অব্যয়সূচক শব্দ বাক্যের প্রথমে বসে সম্বোধনের সূচনা করে।

যেমন- হায় আল্লাহ, এ আমার কী হলো। এই, কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না। কি হে, কেমন আছো?

[বি. দ্র.- সম্বোধন পদ বাক্যের শেষেও বসতে পারে।]

কারক ও সম্বন্ধ পদের পার্থক্য বিচার :

১) ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

২) বিশেষ্য পদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

এক কথায় উত্তর

১. সমন্ধ পদের বিভক্তি চিহ্ন কী হবে?
উত্তর: র, এর, কার।

২. সম্বোধন শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: আহ্বান।

৩. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উত্তর: কার > কের।

৪. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উত্তর: র বা এর।

৫. 'কাল' শব্দের সাথে সর্বদা কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উত্তর: এর বিভক্তি।

৬. 'নিমের তিক্ততা' এখানে কোন ধরনের সম্বন্ধ বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: গুণ সম্বন্ধ।

৭. নিচের কোনটিতে হেতু সম্বন্ধ বুঝানো হয়েছে?
উত্তর: রূপের দেমাক।

৮. কোনটিতে আধার-আদেয় সম্বন্ধ বুঝানো হয়েছে?
উত্তর: শিশির ঔষধ।

৯. বিশেষ্য পদের সাথে সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে বলা হয়-
উত্তর: সম্বন্ধ পদ।

১০. সময় বাচক সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উত্তর: কারবিভক্তি।

১১. আমার মন ভালো নেই। এখানে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে?
উত্তর: র বিভক্তি।

Teacher's Work

১. নিচের কোনটি কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশ করে?
ক) রাজার রাজ্য খ) সোনার বাটি
গ) হাতির দাঁত ঘ) অগ্নির উত্তাপ **ঘ**

২. কোনটি ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বুঝায়-
ক) শরতের আকাশ খ) আদার ব্যাপারী
গ) বাটির দুধ ঘ) মধুর মিষ্টতা **ক**

৩. নিচের কোনটি অধিকরণ সম্বন্ধ?
ক) চোখের দেখা খ) দেশের লোক
গ) রাজার হুকুম ঘ) পিতার পুত্র **খ**

৪. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন-১৯]
ক) কে, রে খ) প্রথমা, শূন্য
গ) র, এর ঘ) এ, তে **গ**

Unique Question for Student Practice

১. বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে অন্বয় সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের কী বলে?
ক কারক খ বিভক্তি
গ সমাস ঘ সম্বন্ধ পদ — খ

২. বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৫ প্রকার ঘ ৪ প্রকার — ক

৩. 'সকলকে মরতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ কর্মকারকে দ্বিতীয়া
গ অপাদানে দ্বিতীয়া ঘ অধিকরণে দ্বিতীয়া — ক

৪. 'তাকে দিয়ে কিছু হবে না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ কর্মে দ্বিতীয়া
গ করণে দ্বিতীয়া ঘ অধিকরণে দ্বিতীয়া — ক

৫. কোনটি কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ?
ক কোদালে মাটি কাটব
খ জাহাজ চট্টগ্রাম ছাড়ল
গ সাপের হাসি বেদেয় চেনে
ঘ আমারে তুমি রক্ষা করো — ঘ

৬. 'জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়'। এখানে 'জেলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি
খ কর্তৃকারকে ১মা বিভক্তি
গ অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি
ঘ কর্মকারকে ১মা বিভক্তি — খ

৭. কোন বাক্যে কর্তায় এ বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?
ক অন্ধজনে বদ্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে
খ ঘর ভরেছে অন্ধজনে
গ হাত বাড়িয়ে কর্মে টান অন্ধজনে
ঘ অন্ধজনে দেহ আলো — ক

৮. ব্যতিহার কর্তার উদাহরণ কোনটি?
ক ছেলেরা ফুটবল খেলছে
খ শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন
গ বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়
ঘ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে — গ

৯. সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?
ক ফ্রান্স খ ইতালি
গ ইংল্যান্ড ঘ গ্রিস — খ

১০. সনেটের ক'টি অংশ?
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি — খ

১১. সনেটে কয়টি লাইন থাকে?
ক ১০টি খ ১৪টি
গ ১২টি ঘ ২১টি — খ

১২. সনেটে প্রথম আট পঙ্‌ক্তিকে বলা হয়–
ক সপ্তক খ অষ্টক
গ ষটক ঘ পঞ্চক — খ

১৩. সনেটের শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিকে কী বলা হয়?
ক ষঠক খ ষষ্টক
গ ষটক ঘ ষষ্ট — গ

১৪. যে ছন্দে যুক্তধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে?
ক স্বরবৃত্ত খ পয়ার
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত — ক

১৫. 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?
ক অক্ষরবৃত্তকে খ মাত্রাবৃত্তকে
গ স্বরবৃত্তকে ঘ গদ্য ছন্দকে — গ

১৬. শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ কোনটি?
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ কোনোটিই নয় — গ

১৭. 'ছড়া' কোন ছন্দে রচিত হয়?
ক মাত্রাবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ সমিল মুক্তক — গ

১৮. ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?
ক মাত্রাবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ সমিল মুক্তক — গ

১৯. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান' কোন ছন্দে রচিত?
ক স্বরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ অমিত্রাক্ষর ঘ অক্ষরবৃত্ত — ক

২০. Blank Verse অর্থ–
ক অনুপ্রাস খ অমিত্রাক্ষর
গ পয়ার ঘ মহাকাব্য — খ

২১. মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর একমাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে?
ক মাত্রাবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ মুক্তক ঘ স্বরবৃত্ত — ঘ

২২. 'পয়ার' কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?
ক মাত্রাবৃত্ত খ স্বরবৃত্ত
গ অক্ষরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর — ঘ

২৩. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?
ক মোহিতলাল মজুমদার খ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত — ঘ

২৪. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?
ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ কবি আবদুল কাদির — ক

২৫. সনেট কবিতার প্রবর্তক কে?
ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ রজনীকান্ত সেন
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ অতুলপ্রসাদ সেন — গ

২৬. সনেটে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ ছয়টি — ক

২৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা কে?/প্রথম বাঙালি সনেটকার–
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ দীনবন্ধু মিত্র ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — খ

২৮. 'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?
ক জার্মানি খ ইংরেজি
গ ইটালিয়ান ঘ ফ্রেঞ্চ — গ

২৯. বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে অন্য কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?
ক বিশেষণ পদের খ অব্যয় পদের
গ নাম পদের ঘ ক্রিয়া বিশেষণ পদের — গ

৩০. 'আমাকে যেতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে ২য়া খ কর্মে ২য়া
গ করণে ২য়া ঘ অপাদানে ২য়া — ক

৩১. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় শূন্য খ অপাদানে শূন্য
গ কর্মে শূন্য ঘ করণে শূন্য — ক

৩২. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?
ক ছাগলে কিনা খায় খ টাকায় টাকা আনে
গ আরেফ বই পড়ে ঘ ডাক্তার ডাক — গ

৩৩. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি-
ক সম্প্রদানে ষষ্ঠী খ সম্বন্ধে ষষ্ঠী
গ কর্মে ষষ্ঠী ঘ কর্তায় ষষ্ঠী — ঘ

৩৪. 'আমার যাওয়া হয়নি'- 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মে শূন্য খ কর্তায় শূন্য
গ কর্তায় ষষ্ঠী ঘ কর্মে ষষ্ঠী — গ

৩৫. "রাজায় রাজায় লড়াই করছে"- এ বাক্যে 'রাজায় রাজায়' কী?
ক প্রযোজক কর্তা খ মুখ্য কর্তা
গ ব্যতিহার কর্তা ঘ ণিজন্ত কর্তা — গ

৩৬. ক্রিয়ার বিষয়কে কী বলে?
ক কর্ম খ পদ
গ সমাস ঘ করণ — ক

৩৭. যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে-
ক কর্তৃকারক খ সম্প্রদান কারক
গ করণ কারক ঘ কর্মকারক — ঘ

৩৮. 'আমি বই পড়ি' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মে ১মা খ কর্মে শূন্য
গ অপাদানে ১মা ঘ অধিকরণে ৫মী — খ

৩৯. 'কারক পড়ায় তারক ঠাকুর'। কোন কারক?
ক কর্ম খ সম্প্রদান
গ কর্তা ঘ করণ — ক

৪০. 'করিমকে রহিম গতকাল মেরেছে' বাক্যে কর্মকারক সূচক শব্দ কোনটি?
ক রহিম খ করিমকে
গ গতকাল ঘ মেরেছে — খ

৪১. 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই' এখানে 'ভুঁই' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মে ৭মী খ করণে শূন্য
গ কর্মে শূন্য ঘ অধিকরণে শূন্য — গ

৪২. কোনটি করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ?
ক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর খ কালির দাগ সহজে ওঠে না
গ দুধ থেকে দই হয় ঘ এ বছর খুব বন্যা হয়েছে — ক

৪৩. 'তিনি চোখে দেখেন না' বাক্যে 'চোখে' কোন কারক?
ক করণ কারক খ অপাদান কারক
গ সম্প্রদান কারক ঘ অধিকরণ কারক — ক

৪৪. 'তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না' এখানে 'লাঠি' কোন কারক ও বিভক্তি?
ক কর্তায় তৃতীয়া খ কর্মে প্রথমা
গ করণে তৃতীয়া ঘ করণে প্রথমা — ঘ

৪৫. 'কথা নয়, কাজে পরিচয়'। নিম্নরেখ পদটির কারক কোনটি?
ক অধিকরণ খ কর্ম
গ করণ ঘ অপাদান — গ

Home Work

১. **বিভক্তিযুক্ত শব্দ কোনটি?** [৪৬তম বিসিএস]
ক সরোবরে খ চশমা
গ সরোজ ঘ চম্পক **ক**

২. **বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?** [৪০তম বিসিএস]
ক বিভক্তি খ কারক
গ প্রত্যয় ঘ অনুসর্গ **খ**

৩. **রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক করণ কারক খ সম্প্রদান কারক
গ অপাদান কারক ঘ অধিকরন কারক **খ**

৪. **কোনটি অপাদান কারক?** [৩৯তম বিসিএস]
ক বনে বাঘ আছে খ গৃহহীনে গৃহ দাও
গ জিজ্ঞাসিব জনে জনে ঘ ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে **ঘ**

৫. **'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস'- এ বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?** [২৪তম বিসিএস]
ক কর্তৃকারকে সপ্তমী খ কর্মকারকে সপ্তমী
গ অপাদান কারকে তৃতীয়া ঘ অধিকরণ কারকে সপ্তমী **ঘ**

৬. **আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা। এখানে 'আমারে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [নর্দান ইলেট্রিসিটি সাপ্লাই পদের পরীক্ষা-২০২৪]
ক অধিকরণে ৭মী খ করণে ৩য়া
গ অপাদানে ৫মী ঘ কর্মে ২য়া **ঘ**

৭. **'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'। এখানে 'কুসুমকলি' কোন কারক ও কোন বিভক্তি?** [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
ক কর্তায় শূন্য খ কর্মে শূন্য
গ করণে দ্বিতীয়া ঘ অপাদানে দ্বিতীয়া **খ**

৮. **তিলে তৈল আছে। এখানে 'তিলে' কোন কারক?** [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪]
ক কর্ম খ করণ
গ অপাদান ঘ অধিকরণ **ঘ**

৯. **কারক কত প্রকার?** [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪, স.জ.অ. (কার্য সহকারী)'২২; নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার: ২০১৭; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)-২০১২]
ক চার খ ছয়
গ পাঁচ ঘ তিন **খ**

১০. **যা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কী বলে?** [স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২৩]
ক বিজ্ঞপ্তি খ উপসর্গ
গ অনুজ্ঞা ঘ কারক **ঘ**

১১. **নিচের কোনটি বিভক্তি নয়?** [স.জ.অ. (কার্য সহকারী)'২২]
ক দ্বারা খ থেকে
গ চেয়ে ঘ পর্যন্ত **ঘ**

১২. **'দলে দলে করি কাজ' বাক্যে 'দলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক কর্তৃকারকে ২য়া খ সম্প্রদান কারকে ৭মী
গ কর্তৃকারকে ৭মী ঘ কর্তৃকারকে ৪র্থী **গ**

১৩. **কোন বাক্যে কর্তায় এ বিভক্তির উদাহরণ দেয়া হয়েছে?** [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক পাগলে কিনা বলে খ বনে বাঘ থাকে
গ ফুলে ফুলে বাগান ভরা ঘ অন্ধজনে দেহ আলো **ক**

১৪. **'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' বাক্যের 'বুলবুলিতে' কোন কাকে ও বিভক্তি হয়েছে?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক : ২০১৯ সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার: ২০১৮; রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (সুপার ভাইজার): ২০১৭; অগ্রণী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার) : ২০১৭
ক করণ কারকে সপ্তমী খ অধিকরণে সপ্তমী
গ কর্তৃকারকে সপ্তমী ঘ অপাদানে পঞ্চমী **গ**

১৫. **'মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে'- বাক্যে 'বৃষ্টি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক কর্তা কারকে সপ্তমী খ কর্ম কারকে শূন্য
গ কর্তা কারকে শূন্য ঘ করণ কারকে শূন্য **গ**

১৬. **'অহংকার' পতনের মূল'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [শি.নি.প্র. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক কর্মে শূন্য খ করণে শূন্য
গ অপাদানে শূন্য ঘ অধিকরনে শূন্য **খ**

১৭. **'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [বা.প. উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা): ২০২৩]
ক কর্মে শূন্য খ করণে শূন্য
গ অপাদানে শূন্য ঘ সম্পদ্রানে শূন্য **খ**

১৮. **'ফুলে ফুলে ভরেছে বাসর'- কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক অধিকরণে ৭মী খ অপাদানে ৭মী
গ কর্মে ৭মী ঘ করণে ৭মী **ঘ**

১৯. **'দেশের জন্য সেবা কর' দেশের কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)২২]
ক কর্তায় শূন্য খ কর্মে শূন্য
গ কর্মে ষষ্ঠী ঘ সম্পদ্রানে ষষ্ঠী **ঘ**

২০. **'অন্ধজনে দয়া কর'- কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [মা.উ.শি.অ (হিসাব সহকারী)'২৩]
ক কর্মে সপ্তমী খ কর্তায় সপ্তমী
গ কর্মে শূন্য ঘ সম্প্রদানে সপ্তমী **ঘ**

২১. **'ঝিনুক থেকে মুক্তা মেলে'- এখানে 'ঝিনুক' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক অধিকরণ কারক খ অপাদান কারক
গ করণ কারক ঘ কর্তৃকারক **খ**

২২. **'তিলে তৈল হয়'- কোন কারকে কোন বিভক্তি?** [পো.জে. উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক সম্প্রদান কারকে চতুর্থ খ কর্তৃকারকে প্রথমা
গ অধিকরণ কারকে সপ্তমী ঘ অপাদান কারকে সপ্তমী **ঘ**

২৩. 'ছাদ থেকে পানি পড়ে'- কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২]
ক করণে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ অধিকরণে ৫মী ঘ অপাদানে ৫মী **ঘ**

২৪. 'জমি থেকে ফসল পাই' বাক্যটি কোন অর্থে অপাদান ব্যবহৃত হয়েছে? [ব.অ.নৌ.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
ক জাত খ রক্ষিত
গ বিচ্যুত ঘ গ্রহীত **ক**

২৫. 'পড়াশোনায় মন দাও'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [শি.নি.প্র. প.(শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ৭মী
গ অপাদানে শূন্য ঘ অধিকরণে ৭মী **ঘ**

২৬. 'আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প.প.অ. (সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'২২; হি.ম.নি.কা. (অফিস সহায়ক)'২২]
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ৭মী
গ অপাদানে ৭মী ঘ অধিকরণে ৭মী **ঘ**

২৭. 'গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ'- গগনে কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ক.বে.হে.কে. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'২২]
ক অপাদানে শূন্য খ অপাদানে সপ্তমী
গ করণে সপ্তমী ঘ অধিকরণে সপ্তমী **ঘ**

২৮. তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতো হতো মাইলের পর মাইল। 'তখনকার' শব্দটি কোন কারক? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক অপাদান কারক খ করণ কারক
গ কর্তা কারক ঘ সম্বন্ধ কারক **ঘ**

২৯. 'ব্যাপ্তি' অর্থে সম্বন্ধ পদ কোনটি? [খা.অ. (স্প্রেম্যান)'২২]
ক রাজার রাজ্য খ বাটির দুধ
গ দেশের লোক ঘ রোজার ছুটি **ঘ**

৩০. 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম; -বাক্যটিতে স্বাধীনতার শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [শি.নি.প্র.প (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক কর্মে ষষ্ঠী খ নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী
গ করণে ষষ্ঠী ঘ সম্প্রদানে ষষ্ঠী **খ**

৩১. যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে? [৩৭তম বিসিএস]
ক মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ মুক্তক ঘ. স্বরবৃত্ত **ঘ**

৩২. সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার? [৩১তম বিসিএস]
ক ৬ খ. ২
গ ৪ ঘ. ৫ **খ**

৩৩. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৩০তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ অক্ষরবৃত্ত
গ মন্দাক্রান্তা ঘ মাত্রাবৃত্ত **ঘ**

৩৪. বাংলা ছন্দ কত রকমের? [২৫তম বিসিএস]
অথবা
বাংলা ভাষায় ছন্দ প্রধানত কত প্রকার? [৩০তম বিসিএস; ২৫তম বিসিএস]
ক এক রকমের খ দুই রকমের
গ তিন রকমের ঘ চার রকমের **গ**

৩৫. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো— [২৫তম বিসিএস]
ক অন্ত্যমিল আছে খ অন্ত্যমিল নেই
গ চরণের প্রথমে মিল থাকে ঘ বিশ মাত্রায় পর্ব থাকে **খ**

৩৬. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়— [১৭তম বিসিএস]
ক. স্বরবৃত্ত খ পয়ার
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত **ক**

৩৭. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা)- ২০১৪]
ক কারক খ সন্ধি
গ প্রকৃতি ঘ সমাস **ক**

৩৮. বাংলা শব্দের বিভক্তি কত প্রকার? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার- ২০১৩]
ক আট প্রকার খ সাত প্রকার
গ ছয় প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার **খ**

৩৯. কারক (√কৃ + ণক) শব্দটির অর্থ কী? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: ২০০৮-০৯]
ক যা ক্রিয়া সম্পাদন করে খ যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে
গ যা পদকে সম্পাদন করে ঘ যা সমাসকে সম্পাদন করে **ক**

৪০. 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' –কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, ৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন- ২০১৮]
ক কর্তায় পঞ্চমী খ কর্মে ষষ্ঠী
গ কর্তায় সপ্তমী ঘ কর্মে দ্বিতীয়া **গ**

৪১. মূল কর্তা যখন অন্যের দ্বারা কাজ সম্পাদন করায় তাকে কী বলে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১৮]
ক প্রযোজ্য কর্তা খ মুখ্য কর্তা
গ ব্যতিহার কর্তা ঘ প্রযোজক কর্তা **ঘ**

৪২. বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। এখানে বাঘে-মহিষে কোন ধরনের কর্তা? [ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহকারী পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা- ১৭]
ক প্রযোজ্য খ প্রযোজক
গ ব্যতিহার ঘ মুখ্য **গ**

৪৩. ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল- বাক্যে নিম্নরেখা শব্দটি কোন বিভক্তি? [EBEK-জেলা সমন্বয়কারী : ২০১৭]
ক কর্তায় ১মা খ কর্তায় ২য়া
গ কর্তায় ৭মী ঘ কর্মে ২য়া **গ**

৪৪. 'পাগলে কিনা বলে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) : ২০১২]
ক কর্তায় ষষ্ঠী খ কর্তায় ২য়
গ কর্তায় ৭মী ঘ কর্তায় শূন্য **গ**

৪৫. 'মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক'— বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ) : ০৭]
ক কর্তৃকারকে সপ্তমী খ কর্মকারকে সপ্তমী
গ অপাদান কারকে সপ্তমী ঘ অধিকরণ কারকে সপ্তমী **ক**

৪৬. 'পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ): ০৭]
ক কর্মে শূন্য খ কর্তায় শূন্য
গ অপাদানে পঞ্চমী ঘ অধিকরণে ষষ্ঠী **খ**

৪৭. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে? [জবি (খ- ইউনিট) : ২০১৬-১৭]
ক 'য' বা 'তে' /য় খ 'এ' বা 'এতে'/এ
গ 'র' বা 'এর'/র ঘ 'থেকে' বা 'চেয়ে'/কস — **গ**

৪৮. 'পড়ায় আমার মন বসে না।' এখানে 'পড়ায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ-২১, EBEK উপজেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭]
ক কর্ম কারকে ৭মী খ অধিকরণ কারকে ৭মী
গ অপাদান কারকে ৭মী ঘ করণ কারকে ৭মী — **খ**

৪৯. 'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [দ্বাদশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন পরীক্ষা- ২০১৫]
ক অপাদানে সপ্তমী খ কর্মে সপ্তমী
গ করণে সপ্তমী ঘ কর্তায় সপ্তমী — **খ**

৫০. 'ডাক্তার ডাক।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, গ ইউনিট: ২০১০-১১; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক- ২০১০]
ক কর্তৃকারকে শূন্য খ কর্তৃকারকে দ্বিতীয়
গ কর্মকারকে শূন্য ঘ কর্মকারকে সপ্তমী — **গ**

৫১. "শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।" বাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০০৬]
ক অধিকরণে সপ্তমী খ অপাদানে পঞ্চমী
গ কর্মে সপ্তমী ঘ অধিকরণে পঞ্চমী — **ক**

৫২. 'পড়াশুনায় মন দাও।' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ইউনিট খ): ২০০৫-০৬; আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- ২০০২]
ক কর্মকারকে সপ্তমী খ অধিকরণে সপ্তমী
গ কর্তৃকারকে সপ্তমী ঘ অপাদান কারকে সপ্তমী — **খ**

৫৩. 'রেখো মা দাসেরে মনে।' এ বাক্যে 'দাসেরে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (পদ্ম, বেলী): '০৯; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ব্যবস্থাপনা): '০৮-০৯]
ক কর্মে দ্বিতীয়া খ কর্তায় দ্বিতীয়া
গ কর্মে চতুর্থী ঘ অপাদানে চতুর্থী — **ক**

৫৪. 'যে নাচে তটিনী জল টলমল করে।' -এ বাক্যে 'জল' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ২০০৯]
ক কর্মে সপ্তমী খ করণে শূন্য
গ সম্প্রদানে শূন্য ঘ কর্মে শূন্য — **ঘ**

৫৫. 'ব্যায়ামে শরীর ভালো হয়।' –বাক্যে 'ব্যায়ামে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক কর্মে ৭মী খ করণে ৭মী
গ অপাদানে ৭মী ঘ অধিকরণে ৭মী — **খ**

৫৬. 'বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু।' বাক্যটির 'চিনিপাতা' কোন কারক? [BFSA Private Assitant-২০১৯; ওঈই ক্যাশিয়ার- ২০১৮]
ক করণ খ অধিকরণ
গ অপাদান ঘ কর্ম — **ক**

৫৭. 'শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ বাড়ছে।' -শিক্ষায় কোন কারক? [সমন্বিত ৬টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সিনিয়র আফিসার)- ২০১৯]
ক কর্মকারক খ কর্তৃ কারক
গ করণ কারক ঘ অধিকরণ কারক — **ঘ**

৫৮. "এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।" কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ঢাবি (ঘ ইউনিট) : ২০১৫-১৬]
ক করণে ৭মী খ অপাদানে ৭মী
গ অধিকরণে ৭মী ঘ কর্মে ৭মী — **ক**

৫৯. কোনটি করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ? [IBBL (ATO)- 2017]
ক রাত শেষ হয়ে এল। খ ফুল তুলতে এলেম বলে।
গ পরীক্ষার নকল করোনা। ঘ পাখিকে ঢিল মারলে কেন? — **ঘ**

৬০. 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেনো তা মধুতে মাখা।' -এখানে 'মধুতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [Janata Bank Ltd. Assistant Executive Officer : ২০১৭]
ক করণে ৭মী খ অপাদানে ৭মী
গ অধিকরণে ৫মী ঘ কর্মে ৫মী — **ক**

৬১. 'নৌকায় নদী পার হলাম।' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ) : ২০১০]
ক করণে ৭মী খ সম্প্রদানে ৪র্থী
গ আপাদানে ৫মী ঘ অধিকরণে ৭মী — **ক**

৬২. 'টাকায় কি না হয়?' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার : ২০০৬]
ক অপাদানে ৭মী খ কর্মে শূন্য
গ করণে ৭মী ঘ কর্তায় ২য়া — **গ**

৬৩. 'টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।' -বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ২০১৩]
ক কর্মকারকে সপ্তমী খ করণ কারকে সপ্তমী
গ অধিকরণ কারকে সপ্তমী ঘ অপাদান কারকে সপ্তমী — **খ**

৬৪. বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল। কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ডাক অধিদপ্তরের পোস্টাল অপারেটর : ২০১৮]
ক করণে ৭মী খ নিমিত্তার্থে ৪র্থী
গ কর্মে ২য়া ঘ সম্প্রদানে ৪র্থী — **খ**

৬৫. 'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা।' –এখানে 'দাসে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার- ২০১৮; দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক- ২০১৬]
ক করণে সপ্তমী খ সম্প্রদানে সপ্তমী
গ অধিকরণে সপ্তমী ঘ কর্মে প্রথমা — **খ**

৬৬. 'স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না।'– [স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারা অধিদপ্তরের কারা তত্ত্বাবধায়ক- ২০১৮]
ক কর্মে ষষ্ঠী খ করণে তৃতীয়া
গ অপাদানে সপ্তমী ঘ অধিকরণে শূন্য — **গ**

৬৭. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। বাক্যটিতে বাঘের শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? [অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার (বাতিল): ২০১৭]
ক কর্মকারকে ৬ষ্ঠী খ অপদান কারকে ৬ষ্ঠী
গ করণ কারকে ৭মী ঘ কর্তা কারকে ৭মী — **খ**

৬৮. 'পাপে বিরত থাকো।' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [EBEK উপজেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭]

ক করণ কারকে ৭মী খ অপাদান কারকে ৭মী
গ অধিকরণ কারকে ৭মী ঘ কর্ম কারকে ৭মী — **খ**

৬৯. 'পরাজয়ে ডরে না বীর।' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২]

ক করণে ৭মী খ অধিকরনে ৭মী
গ কর্মে ৭মী ঘ অপাদানে ৭মী — **ঘ**

৭০. 'কী সাহসে ওখানে গেলে।' বাক্যে নিম্নরেখ এ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক- ২০১০]

ক কর্তায় সপ্তমী খ কর্মে সপ্তমী
গ করণে সপ্তমী ঘ অপাদানে সপ্তমী — **ঘ**

৭১. 'সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (আলফা) : ২০১৪]

ক কর্তায় দ্বিতীয়া খ অপাদানে ৭মী
গ কর্মে দ্বিতীয়া ঘ অধিকরণে ৭মী — **খ**

৭২. 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল-২) : ২০১৬]

ক কর্মে ২য়া খ অপাদানে ৭মী
গ করণে ৭মী ঘ অপাদানে ৫মী — **খ**

৭৩. 'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান।'- 'আজকে শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? [City Bank Ltd. (MTO) : 2019; BKB (Senior Officer : 2017]

ক অধিকরণে ২য়া খ অপাদানে ২য়া
গ করণে ৭মী ঘ কর্মে ৫মী — **ক**

৭৪. 'আয়ু যেন পদ্ম পাতার নীর' -বাক্যে 'পদ্ম পাতা' কোন কারক? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়ারলেস অপারেটর- ২০২১]

ক কর্মকারক খ করণ কারক
গ অপাদান কারক ঘ অধিকরণ কারক — **ঘ**

৭৫. "বাড়ি ঘুরে এস।" বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১৮; কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৭]

ক কর্মে দ্বিতীয়া খ করণে তৃতীয়া
গ অপাদানে প্রথমা ঘ অধিকরণে প্রথমা — **ঘ**

৭৬. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠন- '১৭; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্রিসান-খ্রিসান)- '০৮]

ক কর্তায় সপ্তমী খ অপাদানে তৃতীয়া
গ অধিকরণে তৃতীয়া ঘ অধিকরণে সপ্তমী — **ঘ**

৭৭. 'কান্নায় শোক কমে।' বাক্যে 'কান্নায়' কোন কারক? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) : ২০১৫]

ক করণ কারক খ অপাদান কারক
গ সম্প্রদান কারক ঘ অধিকরণ কারক — **ঘ**

৭৮. কোনটি অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রদান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২]

ক লোকে কিনা বলে।
খ তুমি যে আমার কবিতা।
গ গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
ঘ জলে বাষ্প হয়। — **গ**

৭৯. 'আজকে নগদ কালকে ধার।'- বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠন- ২০১৭; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (যমুনা) : ২০১৩]

ক অপাদানে ২য়া খ অধিকরণে ২য়া
গ কর্মে শূন্য ঘ করণে ২য়া — **খ**

৮০. 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।' -এ বাক্যে 'কাননে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এস্টিমেটর- ২০১৮; বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক: ২০১৬]

ক কর্মে সপ্তমী খ করণে শূন্য
গ অপাদানে সপ্তমী ঘ অধিকরণে সপ্তমী — **ঘ**

৮১. 'প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [পরিবার কল্যাণে পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী: '১৮; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি): '১০]

ক করণে ৩য়া খ অপাদানে ৭মী
গ অধিকরণে ৭মী ঘ কর্তায় ৭মী — **গ**

৮২. 'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' -বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর- ২০১৬; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ধানসিঁড়ি) : ২০০৮]

ক কর্মকারকে তৃতীয়া
খ করণ কারকে পঞ্চমী
গ অপাদান কারকে সপ্তমী
ঘ অধিকরণ কারকে সপ্তমী — **ঘ**

৮৩. 'বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।' -বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- ২০১৭; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: '০৯]

ক কর্তায় সপ্তমী খ অধিকরণে পঞ্চমী
গ কর্মে দ্বিতীয়া ঘ অপাদানে শূন্য — **খ**

৮৪. 'সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।' এখানে সূর্যোদয়ে কোন কারকে কোন বিভক্তি? [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ছ ইউনিট): ২০১০-১১]

ক অধিকরণে সপ্তমী খ করণে সপ্তমী
গ করণে তৃতীয়া ঘ অধিকরণে তৃতীয়া — **ক**

৮৫. পুত্রের নিকট মাতার পত্রের সম্বোধন কোনটি হবে? [BKB (Senior Officer : 2017]

ক পাকজনাবেষু খ শ্রদ্ধাসম্পদ
গ পাকজনাব ঘ স্নেহাস্পদ — **ঘ**

৮৬. 'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ কী [ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট) : ২০০৯-১০]

ক আহ্বান খ আওভান
গ আওবান ঘ তীরধান — **ক**

Class Test

১. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' শব্দে কোন কারকে ও কোন বিভক্তি রয়েছে?
ক করণে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ কর্তৃকারকে ৭মী ঘ অপাদানে ৭মী

২. 'আমাকে যেতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ কর্মে দ্বিতীয়া
গ করণে দ্বিতীয়া ঘ অপাদানে দ্বিতীয়া

৩. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় শূন্য খ অপাদানে শূন্য
গ কর্মে শূন্য ঘ করণে শূন্য

৪. 'গৃহহীন চিরদিন থাকে পরাধীন'। নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে শূন্য খ কর্মকারকে শূন্য
গ করণে শূন্য ঘ অপাদানে শূন্য

৫. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি–
ক সম্প্রদানে ষষ্ঠী খ সম্বন্ধে ষষ্ঠী
গ কর্মে ষষ্ঠী ঘ কর্তায় ষষ্ঠী

৬. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?
ক বিভক্তি খ কারক
গ প্রত্যয় ঘ অনুসর্গ

৭. আমার যাওয়া হয়নি' – 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মে শূন্য খ কর্তায় শূন্য
গ কর্তায় ষষ্ঠী ঘ কর্মে ষষ্ঠী

৮. রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন?
ক করণ কারক খ সম্প্রদান কারক
গ অপাদান কারক ঘ অধিকরণ কারক

৯. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?
ক ছাগলে কিনা খায় খ টাকায় টাকা আনে
গ আরেফ বই পড়ে ঘ ডাক্তার ডাক

১০. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলে?
ক সমাস খ কারক
গ সন্ধি ঘ বিশেষণ

উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	ক
৪	ক
৫	ঘ
৬	খ
৭	গ
৮	খ
৯	গ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।